তুষারের অপকর্মের শেষ কোথায়?

জাহাঙ্গীর আলম: ২০১৫ সালের ২০ জুলাই সিলেট মহানগর ছাত্রলীগের নতুন কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন আব্দুল আলীম তুষার। সাম্প্রতিক অতীতে সিলেটে ছাত্রলীগের কমিটির শীর্ষ পদ-পদবিগুলো সিলেটে ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রণ করা পাঁচ নেতারাই ভাগাভাগি করে নিতেন। তাদের অনুসারীদের দখলেই থাকতো সিলেট ছাত্রলীগের শীর্ষপদগুলো। দীর্ঘদিন পর এই প্রক্রিয়ায় ব্যত্যয় ঘটিয়ে মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হন আব্দুল আলীম তুষার। তিনি মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদ আহমদ অনুসারী। সিলেট ছাত্রলীগের ‘খলিফা’দের বলয়ের বাইরে গিয়ে পদ বাগিয়ে নিয়ে শুরুতেই আলোচনায় আসেন তুষার। তবে বলয়ের বাইরে গিয়ে ছাত্রলীগের শীর্ষ পদে আসীন হলেও তিনি সিলেট ছাত্রলীগের নানা বলয়ের নেতাদের মধ্যে ঐক্য ফেরাতে ব্যর্থ হন। ব্যর্থ হন ছাত্রলীগের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে। ফলে দীর্ঘ ৩ বছরেও পূর্ণাঙ্গ কমিটি করতে পারেননি তুষার ও সভাপতি আব্দুল বাছিত রুম্মান। ৪ সদস্য দিয়েই ৩ বছর ধরে চলেছে সিলেট মহানগর ছাত্রলীগের কার্যক্রম।২০১৭ সালের ৬ এপ্রিল নগরীর সুবিদবাজারে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হয়ে দলের নেতাদের সহানুভূতি আদায় করেন তুষার।এছাড়া দায়িত্বে থাকা পুরোটা সময় নানা সমালোচনায় জড়িয়ে পড়েন তুষার।২০১৬ সালের ১৯ জানুয়ারি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে খুন হন সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্রলীগ নেতা হাবিবুর রহমান হাবিব। খুন হওয়ার কিছুদিন আগে গ্রুপ পরিবর্তন করে তুষারের গ্রুপে যোগ দিয়েছিলেন হাবিব। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায়ও সমালোচনার মুখে পড়েন তুষার।ফেসবুকেও নানা কর্মকাণ্ডের কারণে সমালোচিত ছিলেন তুষার। সাংবাদিকদের হুমকি, মন্ত্রী এমপিদের হুমকি, নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনরত সাংবাদিকদের হুমকিসহ বিভিন্ন সময় ফেসবুকে উদ্ধত্যপূর্ণ স্ট্যাটাস দিয়ে সমালোচিত হন তিনি।

সিলেট মদন মোহন কলেজে ভর্তি বাণিজ্য,ইভটিজিং, ক্যাম্পাসে অস্ত্রের মহড়া, জোরপূর্বক দলে অন্তর্ভুক্তিকরণসহ নানা অপরাধে জড়িত তুষারও তার বাহিনী।
নগরীর বনকলাপাড়ায় একক আধিপত্য তৈরি করেন ছাত্রলীগের এই নেতা। বনকলাপাড়াকে অপরাধের স্বর্গরাজ্যে বানান তিনি। নিয়মিত চলে চাঁদাবাজি। সাধারণ মানুষ সব সময়ই থাকেন আতংকে। শুধু বনকলাপাড়া নয় নগরীর বিভিন্ন স্পটে গড়ে তুলেছেন তার অপরাধের ক্ষেত্র। জায়গা দখল, দোকানপাঠ দখলসহ সকল দিকেই রয়েছে তার অপরাধের সীমানা। তুষার

গ্রুপ যেন নগরীর এক আতঙ্কের নাম। নগরবাসীর প্রশ্ন তুষারের এ অপকর্মের শেষ কোথায়?